জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে প্রবেশরত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রী

২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট হাইলাইটস

❖ **মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন** **৩,৭৭,৮১০ কোটি টাকা**

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ৩,২৫,৬০০ কোটি টাকা
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত উৎস হতে ১৪,৫০০ কোটি টাকা
- কর বহির্ভূত উৎস হতে ৩৭,৭১০ কোটি টাকা

❖ **মোট ব্যয় প্রাক্কলন** **৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.১%)**

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২,০২,৭২১ কোটি টাকা
- পরিচালনাসহ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ ৩,২০,৪৬৯ কোটি টাকা

পরিচালন বাজেট বিশ্লেষণ

- প্রণোদনা, ভর্তুকি ও অনুদান ৩৫%
- বেতন-ভাতা ২২%
- ঋণের সুদ পরিশোধ ১৬%
- সরবরাহ ও সেবা ১২%
- অন্যান্য ব্যয় ১৫%

বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

❖ **মোট বাজেট ঘাটতি** **১,৪৫,৩৭৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০০%)**

- বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন ৬৮,০১৬ কোটি টাকা(জিডিপি'র ২.৩%)
- অভ্যান্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন ৭৭,৩৬৩ কোটি টাকা(জিডিপি'র ২.৭%)
  - ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৪৭,৩৬৩ কোটি টাকা
  - সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য উৎস হতে ৩০,০০০ কোটি টাকা

- ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ;
- মূল্যস্ফীতি ৫.৫ শতাংশ রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে; এবং

- ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটের মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস চালানো হবে।

রাজস্ব আহরণের পদক্ষেপসমূহঃ

- রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করা হবে করের আওতা বিস্তৃত করে, এ কাজটি করার লক্ষ্যে দেশের সকল উপজেলা, প্রয়োজনে গ্রোথ সেন্টারসমূহে প্রয়োজনীয় জনবল ও সহায়ক অবকাঠামোসহ রাজস্ব অফিস স্থাপন করা হবে । ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়তে পারে এমন কোন কর ধরা হয় নাই;
- দেশে চার কোটি নাগরিক মধ্যম আয়ের (Middle Income Group) অন্তর্ভুক্ত। অথচ দেশে আয়কর প্রদানকারী নাগরিকের সংখ্যা ২১-২২ লক্ষ। এসংখ্যা দ্রুততম সময়ের মধ্যে ১ কোটিতে নেয়া হবে।আর বাকী নাগরিকদেরও কর জাল (tax net) এর আওতায় নেয়ার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;
- ২০১৯-২০ অর্থ বছর থেকে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত ভ্যাট আইন,২০১২ বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। এই আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষাঙ্গিক সব রকমের সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। সরকারি এবং বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে গঠিত একটি 'যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ' (Joint Working Group) থাকবে, যারা আইনটির বাস্তবায়ন তদারকি করবেন;
- সকল কর আইন (আয়কর, ভ্যাট এবং কাস্টমস) স্বচ্ছতার সাথে সহজভাবে প্রণয়ন করে তা সকলের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হবে;
- ভ্যাট আহরণে স্বচ্ছতা আনতে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য Electronic Fiscal Device (EFD) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;
- ১৫ শতাংশ মূসকের পাশাপাশি নির্দিষ্টকৃত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ৫, ৭.৫ ও ১০ শতাংশ মূসক ধার্য করা হবে;
- কর আহরণ কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে যখন কর রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সকল প্রকার অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও অপচয় রোধ করা যাবে। সেই জন্য রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে শতভাগ অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বলবৎ করা হবে । মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে মালামাল খালাস বন্ধ করা হবে;
- দেশে আমদানি ও রপ্তানির সকল পণ্য শতভাগ স্ক্যানার মেশিন এর মাধ্যমে স্ক্যানিং করা হবে। আমদানির বিপরীতে ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিং হয় কিনা তা শতভাগ পরীক্ষা করে দেখা হবে। তার জন্য বিশেষায়িত ইউনিট (special wing) খোলা হবে। জাতীয় রাজস্ববোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্মদক্ষতা সৃজনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং
- বিভিন্ন খাতে কর অব্যাহতি (exemption) যতটা সম্ভব পরিহার করা হবে। অস্বাভাবিক কোন কারণ ব্যতিত SRO জারী করা পরিহার করা হবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনের ছবি

সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো :

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলোকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়, যথা : সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৭ ৪১.শতাংশ; ভৌত অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩১.৪৬ শতাংশ ও সাধারণ সেবা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৩.৬৩ শতাংশ । সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট বরাদ্দের ৬.৩৫ শতাংশ; সুদ পরিশোধ বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট বরাদ্দের ১০.৯১ শতাংশ; নিট ঋণদান (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট বরাদ্দের ০.২৪ শতাংশ।

খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

❖ **শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়ন**

- বর্তমানে ২৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বাবদ মোট বরাদ্দ ৮৭,৬২০ কোটি টাকা যা মোট বাজেট বরাদ্দের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপি'র ৩.০৪ শতাংশ;
- দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা এমপিওভুক্তি কার্যক্রমের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান রাখা হয়েছে;
- প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সর্বস্তরে উপযুক্ত এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে হস্তান্তর করতে হবে। এজন্য শিক্ষার সকল স্তরের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক বাছাইকরণ, তাদের প্রশিক্ষণ, সময়োপযোগী শিক্ষার বিষয়ে কারিকুলাম নির্ধারণ করা হবে; এবং
- স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ১২টি মন্ত্রণাবিভাগ বাস্তবায়ন করছে । ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ ২৯,৪৬৪ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১.০২ শতাংশ এবং মোট বাজেট বরাদ্দের ৫.৬৩ শতাংশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

❖ **কর্মসংস্থান সৃষ্টি**

- আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে তিন কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের অবসান ঘটানো হবে;
- যুবকদের মধ্যে সকল প্রকার ব্যবসা উদ্যোগ (start up) সৃষ্টির জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে;
- বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে;
- রেমিট্যান্স প্রেরণে বর্ধিত ব্যয় লাঘব করা এবং বৈধ পথে অর্থ প্রেরণ উৎসাহিত করার জন্য প্রবাসি বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের ওপর ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এ বাবদ ৩,০৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর ফলে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে এবং হুন্ডি ব্যবসা নিরুৎসাহিত হবে; এবং
- প্রবাসী কর্মীদের বীমা সুবিধার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

❖ **ভৌত অবকাঠামো**

- পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে Revised Strategic Transport Plan (2015-35) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল, উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত MRT Line-6 নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে;
- হযরত শাহজালাল বিমান বন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত গণপরিবহণ ব্যবস্থা, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি বাস্তবায়নের কাজ চলছে; এবং
- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের পুর্নবাসনের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে ।

❖ **স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন**

নির্বাচনী ইশতেহার - এ বর্ণিত- ২০১৮ -**'আমার গ্রাম আমার শহর'** এ ধারণাটিকে ভিত্তি করে গ্রামের সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গ্রাম পর্যায়ে-

- কৃষিযন্ত্র সেবাকেন্দ্র ও ওয়ার্কশপ স্থাপন করা হবে;
- উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, হাল্কা যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাতকরণে ঋণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে;
- পল্লী এলাকায় উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপন;
- আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগ তৈরি;
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি; এবং
- কম্পিউটার ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানসহ প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি প্রদান এবং নাগরিক জীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে।

❖ **কৃষি খাত**

- কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ও কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চালিত সেচ যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান অব্যাহত থাকবে।

❖ **শিল্পায়ন ও বাণিজ্য**

- বর্তমানে তৈরি পোশাক রপ্তানির চারটি খাতে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অবশিষ্ট সকল খাতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ১ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করার লক্ষ্যে এ বাবদ বাজেটে অতিরিক্ত ২,৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

❖ **ডিজিটাল বাংলাদেশ**

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা হবে;
- সামনের দিনগুলোতে ন্যানো টেকনোলজি, বায়ো টেকনোলজি, রবোটিক্স, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেটেরিয়াল সাইন্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সহ সকল ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়াতে হবে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ব্লকচেইন প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হবে;
- উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে, বিশেষ করে যুব সমাজের বুদ্ধিদীপ্ত ও মেধাসম্পন্ন উদ্ভাবনকে যথাযথভাবে

কাজে লাগানোর জন্য সরকার কাজ করে যাবে ও এ খাতে বরাদ্দও রাখা হয়েছে; এবং

- দেশে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। এজন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

❖ **দারিদ্র্য দূরীকরণ , সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও আয় বৈষম্য দূরীকরণ**

- দারিদ্র্য এবং বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ১২.৩০ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৪.৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করছে;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা মোট বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৮ শতাংশ।

❖ **পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন**

- দেশের আবাসন খাত দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় স্থবির হয়ে আছে। এ খাতটি বিকশিত না হওয়ার অন্যতম কারণ, স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি অনেক বেশি। এর ফলে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। আর অপ্রদর্শিত আয়ের পরিমাণও বাড়ছে। এ সকল ফি যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এতে করে একদিকে আবাসন খাতের সম্প্রসারণ হবে অন্যদিকে রাজস্বও বাড়বে। একই সাথে অপ্রদর্শিত আয়ের প্রবণতাও কমে যাবে।

❖ **ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম**

- ২০২০ সালে দেশব্যাপি সাড়ম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হবে। সকল স্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে দেশ-বিদেশে উৎসবের আঙ্গিকে এটি উদযাপন করার ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। এ জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

❖ **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)**

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে। এ চাহিদা পূরণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের ভূমিকা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিকল্প অর্থায়ন হিসাবে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে ।

❖ **সংস্কার ও সুশাসন**

আর্থিক খাতে সংস্কার

- ব্যাংক থেকে কোন ঋণ গ্রহিতা ঋণ গ্রহণ করে ঋণ শোধে ব্যর্থ হলে তার জন্য কোন প্রকার exit এর ব্যবস্থা ছিল না। এই কার্যক্রমটি আইনি প্রক্রিয়ায় সুরাহার লক্ষ্যে একটি কার্যকর Insolvency আইন ও Bankruptcy আইনের হাত ধরে ঋণ গ্রহিতাদের exit এর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে;
- আর্থিক খাত (financial sector) এ বিশেষ কোন ইন্সট্রুমেন্ট (financial tools) এর ব্যবহার ছিল না তাই

ব্যাংকসমূহ স্বল্প মেয়াদের আমানত সংগ্রহ করে দীর্ঘ মেয়াদের ঋণ প্রদানে বাধ্য হতো। এতে ভারসাম্যহীনতা (mismatch) তৈরি হয়। এই জাতীয় ভারসাম্যহীন অবস্থা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। একটি গতিশীল (vibrant) বন্ড মার্কেটসহ অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্ট (financial tools) যেমন ওয়েজ আর্নার্স বন্ড, ভেন্চার ক্যাপিটাল (venture capital), ট্রেজারি বন্ড ইত্যাদির ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে;

- ব্যাংকসমূহের স্বল্পমেয়াদি আমানত ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ভারসাম্যহীনতা (mismatch) দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
- পুঁজি বাজার হতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহে ঋণগ্রহীতাদের উৎসাহ প্রদানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রণোদনা স্কীমের আওতায় ৮৫৬ কোটি টাকা আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুন:ব্যবহারের জন্য ছাড় করা হয়েছে। আগ্রহী বিনিয়োগকারীদেরকে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার পূর্বে এ বাজার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- পুঁজিবাজারের পরিপালন (Compliance) নিশ্চিত করার জন্য নজরদারি (Vigilance) জোরদার করা হবে। এই বাজেটে পুঁজিবাজারের জন্য অনেক প্রণোদনা থাকছে। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ আয় করমুক্ত থাকবে;
- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর দ্বৈত কর পরিহার করা হবে;
- পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে; এবং
- পুঁজিবাজারে কোন রুগ্ন (sick) কোম্পানিকে যদি কোন আর্থিক দিক থেকে সবল কোম্পানি আত্মীকরণ করতে চায় সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে দরকষাকষি (negotiation) এর মাধ্যমে কিছুটা বিনিয়োগ সুবিধা (investment allowance) দিয়ে হলেও এ কাজটা করা গেলে পুঁজিবাজার অনেক শক্তিশালী অবস্থানে আসবে। এই প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়বে এবং স্থিতিশীলও থাকবে।

ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমা

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানীর ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। এ থেকে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি হতে কৃষকগণকে রক্ষার্থে 'শস্য বীমা' একটি pilot প্রকল্প হিসাবে চালু করা হবে। এছাড়া বৃহৎ প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদের বীমা দেশীয় বীমা কোম্পানির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক কোম্পানীর সাথে যৌথ বীমা সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হবে। Loss of Profit এর জন্য বীমা চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে; এবং
- কারখানা শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনাজনিত বীমা (accident insurance) বাস্তবায়ন করা হবে।

সঞ্চয়পত্র ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশন

- সঞ্চয়পত্র ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে অর্থবিভাগের উদ্যোগে 'জাতীয় সঞ্চয়স্কীম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' চালুর মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিক্রয়, মুনাফা, নগদায়ন ইত্যাদি বিষয়ে Real time তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। NID এর ভিত্তিতে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। গ্রাহকের মুনাফা ও আসল ইএফটির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশোধ করা সম্ভব হবে। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত হবে এবং এ খাতে সুদ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে আসবে।

সরকারি কর্মচারীদের গ্রুপ বীমার আওতায় আনয়ন

- সরকারি কর্মচারীদের জন্য গ্রুপ ইন্সুরেন্স নামে একটি ব্যবস্থা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটা কোন বীমা নয়। সকল কর্মচারীকে বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যবস্থাটিকে সংস্কার করে জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহযোগিতায় একটি সমন্বিত বীমা ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হবে।

সার্বজনীন পেনশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

- প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ দেশের সমগ্র জনগণের জন্য সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করার লক্ষ্যে একটি Universal Pension Authority শীঘ্রই গঠন করা হবে।